দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 13 OCT 2002
পৃঃ ... ৩ কলাম ... ৭

শিক্ষানীতি পরিবর্তনের উদ্যোগ

সালাহউদ্দীন বাবলু ॥ ২০০০ সালে গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতি পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের গঠিত ড. বাশী কমিটির সুপারিশের আলোকে এই শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হবে। এ ব্যাপারে শীঘ্রই মন্ত্রিসভা কমিটিতে শিক্ষানীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা হতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে আগামী ২০০৪ সাল থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান শিক্ষানীতির কিছু কিছু দিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গৃহীত এই শিক্ষানীতি বর্তমান সরকার বাতিল না করলেও চরদলীয় জোট

(৪-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষানীতি পরিবর্তনের উদ্যোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারের শিক্ষাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ঐ নীতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাছাড়া ২০০০ সালের উক্ত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন অতীব ব্যয়বহুল বলেও এটি পরিবর্তন করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

২০০০ সালের শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষার স্তর পরিবর্তন বিষয়েই বর্তমানে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত ৪ স্তরের শিক্ষা পদ্ধতি (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা) উক্ত শিক্ষানীতিতে ৩ স্তরে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা) পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে। ঐ শিক্ষানীতি

অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা হবে ৫ম শ্রেণীর পরিবর্তে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত। ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ শ্রেণী হবে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং এরপর উচ্চশিক্ষা। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর বলে কোন কিছু থাকবে না। তাই শিক্ষানীতি অনুযায়ী আগামী ২০০৩ সালে দেশের সকল প্রাইমারী স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণী, ২০০৬ সালের মধ্যে ৭ম শ্রেণী এবং ২০১০ সালের মধ্যে ৮ম শ্রেণী খুলতে হবে। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক। এ ছাড়া ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলগুলোতে ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য ১ বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাও চালু করতে হবে। ফলে প্রাইমারী স্কুলগুলোতে শ্রেণী সংখ্যা দাঁড়াবে ৯টি। কিন্তু প্রাইমারী স্কুলগুলোর এই সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকারের নেই। বর্তমানে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত চালু প্রাথমিক শিক্ষাকেও শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষ সংকটের কারণে দুই শিফটে চালাতে হচ্ছে। একে এক শিফটে আনার বহুদিনের পরিকল্পনাও আজ পর্যন্ত বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি অর্থ সংকটের কারণে। এ অবস্থায় প্রাইমারী স্কুলগুলোকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ বাস্তব কারণেই সম্ভব হচ্ছে না। এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে কমপক্ষে আরও ৩০ বছর প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্টরা মন্তব্য করেছেন। অপরদিকে প্রাইমারী স্কুলগুলোতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত খোলা হলে দেশের বেসরকারী হাই স্কুলগুলো ছাত্রের অভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ অবস্থায় ২০০০ সালের শিক্ষানীতি অনুযায়ী এই স্তর পরিবর্তন সুদূর ও অবাস্তব হয়ে উঠেছে। এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে হলে বিশাল অংকের অর্থ প্রয়োজন- যা সরকারের নেই। শিক্ষানীতিটি যখন প্রণয়ন করা হয়েছিল সেই ২০০০ সালেই এ জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন বলে হিসাব করা হয়েছিল। তবে ঐ শিক্ষানীতি অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরের পুনর্বিন্যাস অব্যাহত রাখা হবে এবং পর্যায়ক্রমে সকল সরকারী বেসরকারী হাই স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খুলে কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে বলে জানা গেছে। ২০০০ সালের শিক্ষানীতিতে এসএসসি পরীক্ষা তুলে দিয়ে ৮ম শ্রেণী শেষে প্রথম পাবলিক পরীক্ষা (এসএসসির মতো) এবং দ্বাদশ শ্রেণী শেষে দ্বিতীয় পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে কি থাকবে না, সে ব্যাপারেও মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে আলোচনা করা হবে। তবে পরিবর্তিত নীতিমালায় গ্রেডিং পদ্ধতিসহ পরীক্ষা পদ্ধতিতেও আরও সংস্কার আনা হবে। এ ছাড়া ড. বাশী কমিটির সুপারিশে উপজেলা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি এবং বাস্তবায়ন কমিটি গঠনেরও উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়টি সংশোধিত নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। এদিকে ২০০০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আদর্শ ও বিশ্বাস অনুযায়ী, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, তথ্য-প্রযুক্তি ও ইংরেজী শিক্ষা, কৃষি ও পরিবেশ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতিসহ শিক্ষকদের মানোন্নয়নের ওপর তেমন কোন জোর দেয়া হয়নি। বর্তমান সরকার এসব বিষয়ের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার এবং বেকার তৈরীর পরিবর্তে কর্মমুখী শিক্ষার ওপর জোর দিতে শিক্ষানীতিকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গৃহীত শিক্ষানীতিটি ছিল ৬. কুদরতে খুদার ধর্মনিরপেক্ষ নীতির আলোকে গঠিত।